গ্রহান্তর

সাগরিকা রায়

আনোয়ার শা রোডের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফোনটা একবার পরখ করল ব্রত। বেলা দশটার রোদ যথেষ্ট তাপ ছড়াচ্ছে। তবু শরীরের ভেতরটা অল্প অল্প কাঁপছে। জ্বরটা ফের এল বোধহয়। অনেকক্ষণ ধরে ফোনের সুইচ অফ করে রেখেছে ও। অনেকটা সময় নিজের মতো করে থাকতে পারছে তাই। কথা বলতে হচ্ছে না। যদিও মনে মন হাজার বাক্য উগরে দিচ্ছিল ও। দু'হাতে কপাল চেপে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া যানবাহন দেখছিল ব্রত। বয়স কম হল না পৃথিবীর। অথচ নিয়মকানুন কিছু পালটায়নি। পেখম থাকলে বলত, কেমন, পালটাচ্ছে তো! রাজা পালটাচ্ছে, না?'

তা পালটাচ্ছে। তাতেই বা কী পালটাল? পেখম থাকলে কী বলত এর জবাবে? সুইচ অফ বলেই কি প্রশ্নটা করা হল না? নাকি সুইচ অন করতেই অনীহা! কী করবে বুঝতে পারছিল না ব্রত। ফের যোগাযোগ করবে মানুষের সঙ্গে? পেখমের সঙ্গে? হাওয়াটা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। অক্টোবরের শেষে মাঝে মাঝে এই শিরশিরে হাওয়াটা আসে। ভাবতে ভালোলাগে সাইবেরিয়া থেকে বরফ মেখে আসছে হাওয়া। রোদের তাপ এখন আর যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। মনটার মতো পরিবেশটাও বিবর্ণ, বিক্ষিপ্ত। কী করবে ব্রত? পেখমকে ফোন করবে? নাকি সুপ্রিয় মল্লিককে? পেখম? না, সুপ্রিয়। কে খুশি হবে ওর ফোন পেলে?

সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাথাফাথা গরম। শরীরে জ্বরভাবটা তীব্র হয়ে উঠছে। কারও পরামর্শ নিতে গেলে বলবে, 'এ আর কী? শরীরে জ্বরভাব? তো, প্যারাসিটামল খাও।' কিন্তু, কে বুঝবে এটা প্যারাসিটামলের কেস নয়! তো, কীসের কেস? বধূহত্যা? পণ? ডিভোর্স? প্রতারণা। জমিজমাসংক্রান্ত কিছু? মহাঝামেলার ব্যাপার। সত্যি করে বলতে গেলে বলতে হয় একটা ডিভোর্স কেস। নাকি প্রতারণা? আরে ধূর! এ তো পরিস্কার জমিজমাসংক্রান্ত মামলা।

মাথাটা ঝট্ করে ঘুরে উঠছে। ব্রত একটু থমকায়। স্পন্ডিলাইটিস নয়তো? ইদানীং মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে। তেত্রিশ বছর বয়সেই নানা ব্যাধি জাপটে ধরেছে। পেখম একদিন বলেছে, 'তোমার মধ্যে কনফিডেন্স নেই।'

'মানে?' ব্রত বুঝতে পারেনি পেখমকে।

'তুম পায়ের নীচে মাটি খুঁজছো। কিন্তু পাচ্ছো না। তাই যত রাজ্যের অসুখ-বিসুখ দেখা দিচ্ছে। কবিতা ছাড়ো। ওতে সংসার চলে না। পায়ের নীচের মাটিও শক্ত হবে না। তোমার আসলে কাজ চাই।'

বড়ো কষ্ট হয় এসব শুনলে। বিশেষ করে পেখম যখন এক বলে। বিশ্বাস হতে চায় না। পেখম সত্যি কি এত নিষ্ঠুর? এই মেয়েটিকে ব্রত ভালোবাসে? সত্যি ভালোবাসে? জন-ঝমাঝম রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা মাথায় এল হঠাৎ। বোধহয় ভালোবাসা না। নয়তো হয় পেখম নয়। সুপ্রিয় মল্লিক এভাবে ভাবতে পারত না।

অন্যমনস্ক ব্রত দীপ্তেনকে দেখতে পায়নি প্রথমে। গাড়ির ভেতরে ছিল দীপ্তেন। ওকে ডাকছিল। ব্রত প্রথমে চিনতেও পারেনি। কে লোকটা? দাদার শালা রজত নয়? রজত তো মালবাজারে থাকে না! ভীষণ অবাক হল ব্রত।

'কী ভাবছেন মশাই? দিবাস্বপ্নের অভ্যেস আছে নাকি?' শব্দ না করে হাসল দীপ্তেন।

দীপ্তেনের মুখটা অনেকটা দাদার শালা রজতের মতো। একটা সবজান্তা ভাব চোখে মুখে চপ্ চপ্ করে। তেলেভাজার মতো।

'অফারটা নিচ্ছেন তো? বেশি ভাবলে মাথা গরম হয়। ভাববেন না। শুধু লাভ-টা ভাবুন।'

'লাভ?'

'নয়? মার্কেট কমপ্লেক্সের জন্য পুকুরটা না বোজালে আমাদের বোকামি, মল্লিকের অফারটা ছেড়ে দিলে আপনার বোকামি। ওর মেয়েটা একটা অসুস্থ, তাতে কী এল গেল? পায়ের নীচে প্লাটফর্ম পাচ্ছেন তো?

আবার সেই পায়ের নীচে মাটির প্রসঙ্গ। পায়ের নীচে মাটির খোঁজে পায়ের পাতা মাটিতে ঘষল ব্রত। এটাই কি সেই মাটি? সুপ্রিয় মল্লিকের মেয়েকে বিয়ে করলে রাতারাতি রোজগেরে মানুষ হতে পারবে ও। কত ক্ষমতা তখন! প্রমোটার হয়ে অজস্র বাড়ি তৈরি করবে। এখন ও ভাড়াবাসায় থাকে। হতে পারে ব্রতর তৈরি বাড়িতে অজস্র মানুষ তাদের নীড় তৈরি করবে। সব হবে। কিন্তু পেখম থাকবে না। একদিকে পেখম, অন্যদিকে বাকি সব। কী করা যায় দীপ্তেন?

'রাজি হয়ে যান।' বন্ধুর মতো আন্তরিক গলা দীপ্তেনের, 'মল্লিক আপনাকে দাঁড় করিয়ে দেবে। মেলা টাকা ওর। জগৎ শেঠ। এদিকে ছেলে নেই। মেয়ে তো থেকেও নেই প্রায়। সব আপনার হবে। তাছাড়া...,' গলা বাড়িয়ে দেয় দীপ্তেন— 'বউ থাকবে তার মতো। আপনি আপনার মতো।'

মাথা নাড়ে ব্রত। ভাবতে হবে। দীপ্তেন একটা ফাঁকা দেখিয়েছে। বউ ঘরে। তুমি বাইরে। তো, বাইরে পেখম থাকতেই পারে। তাহলে আর সমস্যা কী? পেখমের সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে পারলে হত। কিন্তু, সাহসে কুলোয় না। পেখম ভিক্ষে নেবে না। যদি মেনে নিত, তাহলে এতক্ষণে 'হোলে হোলে' বলে নাচতে পারত ব্রত। কিন্তু কী করবে ও এখন?

'সময় নেবেন না বেশি।' দীপ্তেনের আফটার শেভের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। লোকটা চলে যাওয়ার পরও সুবাসটাকে কিছুক্ষণ খামচে ধরে রাখল বাতাস। নিজের দিন তিনেকের না কামানো দাড়ির উপর মায়াভরে হাত বুলোয় ব্রত। এগুলো কেটে ফেলতে হবে। আজই। কাল আবার বেস্পতিবার। নিয়মের বাইরে যাওয়া খুব কঠিন।

বিকেলের দিকে লন্ড্রি থেকে জামা প্যান্ট নিয়ে এল ব্রত। মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ফোনে অ্যাপয়েটমেন্ট করা আছে। ব্যস্ত লোককে বিরক্ত করতে ভয় হয় ব্রতর। প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন ঠিকই। অ্যাপয়েন্টমেন্টও করা আছে, কিন্তু

চিনবেন কিনা... ! কাকে কখন কী বলেন মনে আছে কিনা... ! ভয়ে ভয়ে ছিল বলে ঘরের ভেতরে সুপ্রিয় মল্লিকের উপস্থিতি বুঝতে পারেনি ব্রত। মল্লিক অবশ্য স্পষ্ট চিনতে পারলেন। ভ্রূ তুলে তাকালেন ব্রতর ল্যাঙপেঙে চেহারার দিকে। ব্রত সংকুচিত হচ্ছিল। জ্বরটার জন্য শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে। মুখেও শীর্ণছাপ আছে। নিশ্চয়? পৈতৃক গোলমাল আছে। 'বড্ড দেরি করলে। এসব ক্ষেত্রে ডিসিশন চটপট নিতে হয়।' মল্লিক গম্ভীর।

এসব পরামর্শ দিতে ভালোই লাগে। কিন্তু কার্যে পরিণত করতে যা ঝামেলা তা তুমি কী বুঝবে মল্লিক! মনে মনে বিড়বিড় করে ব্রত। মেয়েটাকে কি দেখা যাবে? নাকি, না দেখেই রাজি হতে হবে? পেখম থাকলে কী বলত এখন?

'তাহলে, কাজটা সেরে ফেলাই ভালো, কী বলো?' সুপ্রিয় মল্লিকের গলায় নিস্পৃহ সুর!

কী সর্বনাশ! এখনই বিয়ে করতে হবে নাকি? মা, দাদা, কিছু জানতে পারবে না? এ তো কাকিমার ভাই শ্রীমন্ত মামার মতো কেস! বিয়ের নেমন্তন্ন-এ গিয়ে বাড়ি ফিরল বৌ নিয়ে। নাকি দেনা-পাওনা নিয়ে গোলমলে বিয়ে ভেঙে গেছে। তৎক্ষণাৎ পাত্র বলতে শ্রীমন্ত। একপাশে দাঁড়িয়েছিল 'শেষের কবিতা' রঙিন কাগজে প্যাক করে। প্রেজেন্টেশন নিজের ঘরে চলে এল সঙ্গে ঘড়ায় তোলা জল, বৌ! তেমনই হবে নাকি?

ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল ব্রত। কী কাজ? তেত্রিশ বছরের ব্রত কি বারবার হোঁচট খাবে? 'আমার নতুন একটা প্রোজেক্ট তুমি দেখাশোনা করবে। কাল থেকে শুরু হচ্ছে। মার্কেট কমপ্লেক্সে তৈরি হচ্ছে। দীপ্তেন তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবে।'

দীপ্তেনকে মল্লিকবাবুর চামচ বলে জানতো ব্রত। এখন দেখল দীপ্তেন হল মল্লিকের লেডি ম্যাকবেথ। প্রেরণাদাতা। কত যে জানে দীপ্তেন! জানে বলেই জানতে পারে। জানতে জানতে বুঝতে বুঝতে, ছুটতে থাকে ব্রত। ছুটতে ছুটতে ম্যাজিক দেখে। গতকালের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ির ব্রত কখন যেন ক্লিন শেভড হয়ে চকচকে বাইক নিয়ে উড়তে শুরু করেছে। ছিল বেড়াল হয়ে গেল রুমাল। নাকি বেড়ালটাই রুমাল হল? কিন্তু পেখমকে বহুকাল ফোন করা হয়নি। সুইচড অফ দেখে দেখে ক্লান্ত পেখম আর ফোন করে না। বাসা ছেড়ে দিতে হয়েছে ব্রতর। মা জানে কিছুদিন বাইরে থাকতে হবে কাজের সুবিধের জন্য। পেখম তো ব্রতর এই ঠিকানাও জানে না।

'আপনি খুব অন্যমনস্ক থাকেন!' দীপ্তেন শব্দ না করে হাসে। দীপ্তেনের সঙ্গে সাইটে গেছিল ব্রত। কাজটা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে ওর কাছে। দীপ্তেন এখন সবসময় পাশে থাকে না। ভাবটা যেন সন্তানকে স্বাবলম্বী করছি। টলমল পায়ে অচেনা পদার্থের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে ব্রত। একটা অনাস্বাদিতপূর্ণ জগতের পর্দা সরে যাচ্ছে ওর সামনে থেকে। কত রহস্য, কত গুপচুপ, কত কাজ। বাইরে থেকে এসব বোঝা যায়নি এর আগে। চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রমোটাররাজ চালাতে চালাতে একদিন মৃদুলের সঙ্গে দেখা। মৃদুল, 'চিনি, চিনি' করছিল, ওর মুখভার দেখে হাসি পাচ্ছিল ব্রতর। হাসি লুকিয়ে ডাকল, 'খবর কী রে?'

'তুই?' বিস্ময় লুকোয়নি মৃদুল।

দীপ্তেনের মতো করে নিঃশব্দে হাসে ব্রত। দু'চার কথার পর বিমূঢ় মৃদুল চলে যায়। কিন্তু ব্রত জানে ও আবারও আসবে। সঙ্গে নীলাদ্রি, অভীক, নির্মল শুভম... সব আসবে। গুপ্তিটা শিখতে আসবে। কিন্তু পেখম ওকে দেখতে পেল না। দেখল না ব্রতর কনফিডেন্স কতটা চড়েছে। ব্রতর পায়ের তলায় মাটি এখন কতটা শক্ত।

রাজমিস্ত্রিদের হৈ চৈ চলতে থাকে। পেছনের পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে একটা কাদাখোঁচা পাখিকে দেখছিল ব্রত। এদিকটা এখনও সবুজ আছে। বক আসে। একচোখ বুজে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে মাছের আশায়। গাছপালা, জলজ ঘাস, পুকুরের গন্ধ মিলেমিশে খুব আন্তরিক গন্ধ বের হয় এখানে। প্রাণ ভরে শ্বাস নেয় ব্রত। টাটকা কমপ্লেক্স -এর আওতায় আনা হবে। হলুদ পলিথিনের চাদরে জমি ঘিরে ফেলা হয়েছে। পুকুরটা বুজিয়ে ফেলবে? ব্রতর শ্বাসকষ্ট হয় যেন।

দীপ্তেন বুঝতে পেরে হেসেছে। পরে সুপ্রিয় মল্লিক ব্রতকে ডেকে পাঠিয়েছেন। 'পুকুরটা বুজিয়ে ফেলা হবে। খুব সাবধানে।'

'কী দরকার? এত সবুজ! টাটকা অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে।' ব্রত কিন্তু কিন্তু করে।

'অক্সিজেন সিলিন্ডার ভরে পাওয়া যায়। হাতে যদি কড়ি থাকে তেল সহজে মেলে। পাড়ার সাহা মিস্ত্রিকে দেখলে? ছেলে অক্সিজেন সিলিন্ডারের পয়সা জোটাতে পারল না! ষষ্ঠীর দিন সাহা ফটাফট পটল তুলল! পয়সা চাই বুঝোছো?' মল্লিক বিদ্রূপ করে হাসে, 'দীপ্তেন, বোঝাও ওকে। আবেগ দিয়ে কি কাজ হয়? না বেঁচে থাকা চলে?'

'কিন্তু যার পুকুর সে আপত্তি করবে না?' ব্রত অজানা গ্রহকে আবিষ্কারের চেষ্টা করে।

'আপনি কি চিরকাল আনপড়, গাঁওয়াড়' হয়েই থাকবেন?' বিরক্তি চাপে না দীপ্তেন, এই পুকুর পঞ্চায়েত এলাকার পুকুর। পুকুরের আসল মালিক সোমনাথ ধর। তাঁর থেকে পাওয়া অব অ্যাটর্নি মারফত মল্লিকানা সত্ত্ব নিয়েছে মল্লিকবাবু। বুয়েছেন।'

বুঝল ব্রত। ভেতরে ভেতরে বোধহয় যোগসাজশ আছে। অথচ ব্রত কিছুই জানে না। কার হুকুমে চলছে এই নতুন দুনিয়া কে জানে! গলায় অদৃশ্য বকলস্ ঝনঝন করে ওর অবস্থান নির্ণয় করে চলে। অস্বস্তিতে ঘাড়, গলা চুলকোয়। অজস্র পাথর, মাটির স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে এই তেত্রিশবছরের ব্রত কি একজন তাবড় মানুষ হতে চলেছে? খুব ইচ্ছে হয় এসময় পেখম ওকে একবার দেখুক। ওর চোখ বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাবে। সেসব দিনগুলো ভুলে যেতে চায় ব্রত। পেখমের নিষ্ঠুরতাও। শুধু পেখমকে ভুলতে পারে না। ইচ্ছে হয় সব ফেলে পালিয়ে যায় মাটির উপর পা রাখা হাঙ্গামা নেই। শুধু ও আর পেখম। আর কিছু নয়। এসব গুপিছুপি কি ব্রতকে মানায়?

'মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করতে যে মাটি উঠছে, তা পুকুরে ফেলতে হবে।' সুপ্রিয় মল্লিক নির্দেশ দিয়েছেন ব্রতকে। স্পষ্টভাষায়। মালিকানা সত্ত্ব যখন আছে। তখন লুকিয়ে চুরিয়ে কাজ করার দরকার কী? ব্রত বোঝে না এতসব। কেবল প্রতিবাদের চেষ্টা করতে থাকে।

'এলাকাটা কমার্শিয়াল এলাকা কি না। বাসিন্দা আর ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে প্রতিবাদ হতে পারে।' দীপ্তেন বোঝাতে থাকে ব্রতকে। ব্রত নির্বোধ চোখে তাকিয়ে থাকে। পুকুরের ধারে মোটাসোটা নাম না জানা গাছ আছে। কত পাখি আসে ওখানে। সেদিন হলদে ডোরার একটা বাচ্চা সাপ সুড়সুড় করে ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেল। প্রাণবন্ত একান্ত নিজস্ব পুকুরের জগতটাকে সত্যি বাঁচানো যায় না?

'আপনি আগ বাড়িয়ে কিছু করবেন না। খুব সাবধান'। দীপ্তেন হিস্‌হিস্‌ করে। খুব ভয় পেয়ে গেল ব্রত। দীপ্তেন এমন করছে কেন?

'যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে?'

'পুকুর লাগোয়া জমিতে মার্কেট কমপ্লেক্স হচ্ছে। মাটি-ফাটি তো পড়বেই। তাছাড়া, ফাইভ ডেসিমেলের ওপর কোনো জলা ভরাট করার বিষয় আইনের আওতায় পড়ে। কাগজপত্রে দেখানো আছে পুকুর ফাইভ ডেসিমেলের নীচে।' দীপ্তেন মাস্টারি করে উৎসুক ছাত্রের উপর।

সারারাত পেখমকে স্বপ্নে দেখল ব্রত। খুব হাসছে পেখম। 'দেখতো, আমাকে ছুঁতে পার কিনা!' ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে গেল ব্রত। ছুঁতেই পারল না পেখমকে। ঘুম ভেঙে আচ্ছন্ন হয়ে থাকল মনটা। উঠে বসতে ইচ্ছে হচ্ছে না। রিংটোন চমকে দিল ব্রতকে। দীপ্তেন ফোন করেছে। একঘন্টার মধ্যে সাইটে যেতে হবে।

শরীর টেনে তুলল ব্রত। আজ একবার মায়ের কাছে যাবে। মনটা ভালো নেই। এখন দীপ্তেনের হুকুম মতো সাইটে যাবে ও। বাইকে উড়ল। শ্যাম্পু করা চুল ফুরফুর করছে। পকেটে টাকা গজগজ করে। মার হাতে কিছু দিয়ে আসবে ব্রত। মল্লিক সরাসরি না দিলেও দীপ্তেন মারফত পয়সাকড়ি আসছে হাতে। দাদাকে একটা ঘড়ি দেবে নাকি?

সাইটে পৌঁছে চমকে গেল ব্রত। সব জড়তা মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল। রাতারাতি মাটি ফেলে পুকুর বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। ইটের সোলিং বানানো চলছে!

'আমার মেয়েকে দেখবে?' ব্রতর ঠিক পেছনেই সুপ্রিয় মল্লিক। ইঙ্গিত করলেন, 'নেমে এসো।'

বহুতল বাড়ির অর্ধনির্মিত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ব্রত। মল্লিকের গাড়ির কাচের ভেতর দিয়ে সহর দেখতে দেখতে চলল ও। নরম গদিতে হেলান দিয়ে ভাবতে থাকে— এইরকম গাড়ি চেপে ব্রত আর পেখম হেঁটে যাচ্ছে রাসবিহারী দিয়ে। গাড়ি গিয়ে পাশে দাঁড়াল। তুলে নিল পেখমকে। পেখম তো অবাক— 'ওম্মা? তুমি-ই? কী করে? অ্যাঁ? কবে? কখন?'

'নেমে এসো।'

নেমে আসছিল ব্রত। পায়ের নীচে তেলতেলে সাদা মেঝে। যখন তখন পা পিছলে যেতে পারে। সাবধানে পা টিপে পিটে হাঁটে ও।

সোফার দিকে ইঙ্গিত করেন মল্লিক। ব্রত তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। বসে না পড়লে পড়ে যেতেও পারত!

'নামো! নেমে এসো!' মল্লিকের গম্ভীর স্বর ধাক্কা দেয় কানে। কাকে নামাচ্ছে মল্লিক এবার? আশ্চর্য হয়ে তাকায় ব্রত। মল্লিক দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখাদেখি ব্রত উঠে দাঁড়ায়। তখন সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে বছর ত্রিশের এক খুকি। কানের ওপর দিয়ে ছোটো করে ছাঁটা চুল। বুকের কাছে চেপে ধরে আছে পুতুল। ফুলছাপ ঢিলে জামা পা পর্যন্ত নেমে এসেছে। ফোলা ফোলা গাল, বেঢপ শরীর জড়সড়। চোখে বালিকার দৃষ্টি। টলমল পায়ে নেমে আসছে নিষ্পাপ এক গ্রহ। অথচ সেখানে অক্সিজেন নেই। তাই শ্বাসকষ্ট হয়। ব্রত হাঁসফাঁস করছিল। ক্লোরোফিলের সবুজ গন্ধ, টাটকা অক্সিজেন, বক কাদাখোঁচাদের দেখতে পাচ্ছে ব্রত। কিন্তু ক্রমশ চোখের সামনে থেকে সব অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ঝপঝপ মাটি ফেলতে থাকে ব্রত। একবার করে মাটির ফেলছে, আর পুকুর আর্তচিৎকার করে উঠছে 'ঝ-পাং!' আতঙ্কে কান চেপে চেঁচিয়ে ওঠে ব্রত— 'পেখম! পেখম!

'আগামী পরশু তোমাদের রেজেস্ট্রি ম্যারেজ। আমি আর দেরি করতে চাই না।' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ব্রতকে নিরীক্ষণ করেন সুপ্রিয় মল্লিক। উত্তরাধিকারীকে এভাবেই দেখে মানুষ।

অনেকদিন পর মাথাটা আজ আবার ঘুরছিল ব্রতর। চোখ বুঝে শরীরটাকে সামাল দিতে থাকে ও। অনেক কাজ এখন। পায়ের নীচে মাটি চাই। তাই, পুকুরে মাটি চাই। পেখম, তুমি ফোন করো না কেন? আমার সেলফোন অফ রেখেছি কেমন পেখম? বহুদিন হল সবুজ পৃথিবীটাকে ছেড়ে এসেছি আমি। আর তোমাকে ভাব না!

'কী হল? শরীর খারাপ?' মল্লিক উদ্বিগ্ন।

'না! মাথাটা হঠাৎ ...।'

'দু'দিন রেস্ট নাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ধীরে ধীরে কনফিডেন্স ফিরে পাচ্ছিল ব্রত। সত্যিই কি ফিরে পাচ্ছিল? পেখম দেখলে বুঝতে পারত। বুঝতে পারত অযথা কিছু জল আর অক্সিজেন ফেলে রেখে দেওয়া কতটা বোকামি। কিছু বক আর কাদাখোঁচা কোথায় গেল, ভাবতে নেই। আজ সবকিছু ভরাট করে দেওয়ার ক্ষমতা হয়েছে ব্রতর।

সব শূন্য করে দিয়ে।